পর্ব্বত-কুসুম।

গীতিকা।

শ্রীহরিমোহন রায় কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৪৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

সাহিত্য-যন্ত্রে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু দ্বারা।

মুদ্রিত।

১২৮৫।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মহাদেব

গিরিরাজ

নারদ

মদন

বসন্ত

নন্দি

স্ত্রী।

মেনকা উর্ব্বসী	} অপ্সরদ্বয়।
রতিদেবী	মদনের স্ত্রী
মেনকা	গিরিরাজের স্ত্রী
উমা	গিরিরাজের কন্যা।
জয়া বিজয়া	} উমার সখীদ্বয়।

গ্রন্থার্পণ

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল মল্লিক

মহাশয়ের

করে

গ্রন্থকার

আদরের

সহিত

পর্ব্বত-কুসুম

গীতিকা

সমর্পণ

করিল।

ভূমিকা।

মহা কবি কালিদাস কুমারসম্ভবে যে, কি পর্য্যন্ত কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহারা কুমারসম্ভব পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন। যোড়াসাঁকো নাট্য সমাজের অভিনয়ের জন্য কুমারসম্ভবের " পর্ব্বত-কুসুম, " নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। পর্ব্বত-কুসুমে মদন ভস্ম অবধি শিবের বিবাহ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমি যে, কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দৃশ্য কাব্য যে প্রণালিতে রচনা করিতে হয়, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা পর্ব্বত-কুসুমটীকে সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিলে, সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা
যোড়াসাঁকো ১২৮৫।

শ্রীহরিমোহন রায়।

প্রস্তাবনা।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

শ্বেত-সরোজ-বাসিনি,
গান-বাদ্য-বিধায়িনি, তুমি মা কবিতা দেবি,
বেদপ্রসবিনি।
অভয় চরণ তব, কবিজনের বিভব,
দীন জনে দেহগো মা, বিদ্যাবিনোদিনি।
বাসনা করেছি মনে, তুষিব সুজনগণে,
উমাপরিণয় গানে, ওমা বাগ্বাদিনি—

পর্ব্বত-কুসুম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমালয়। প্রমোদকানন।

রতিদেবী, উর্ব্বশী ও মেনকার প্রবেশ।

উর্ব্ব। দেখ সখি! আজ প্রমোদকাননের কি মনোহর শোভাই হয়েছে। তরুগণ নব পল্লবে পল্লবিত, ফল মুকুলে সুশোভিত, এবং লতা সকল কুসুমিত হয়ে, আজ প্রমোদ-কানন যেন নন্দন কাননের শোভা ধারণ করেছে।

মেন। সখি উর্ব্বশি! আজ আমাদের প্রিয়সখীও নানা ভূষণে বিভূষিতা হয়ে, কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেছে। অকলঙ্ক শরচ্চন্দ্রমা যেমন নীলাম্বরে শোভা পায়, প্রিয়-সখীও আজ নীলাম্বর পরে সেই রূপ শোভা পাচ্ছে।

খাম্বাজ—একতালা।

তব কি শোভা হয়েছে সুন্দরি,
মন্দার-কুসুম-হার গলে পরি,
মরি সে শোভার, উপমান আর,
নাহি গো সজনি ত্রিজগত ভরি।

বেঁধেছ মোহন ছাঁদে কবরী,
বেড়িয়ে দিয়েছ কুসুম লহরী,
কলঙ্ক চন্দ্রমা মৃগ শিশু ধরি,
নিরমল তুমি প্রাণ-সহচরি।
নয়নে মোহন অঞ্জন পরেছ,
মুখ-পদ্মে দুটী ভ্রমর ধরেছ,
রূপের ছটায়, ভুলাবে সখায়,
তাই কি গো সেজেছ ;———
সজনি প্রাণের সখা আসিবে,
তোমা ধনে বামে লয়ে বসিবে,
অমনি সুখের নীরে ভাসিবে,
তোমার মধুর অধর ধরি।

মেন। সখি! আজ ভাই তুমি বেস সেজেছ।

উর্ব্ব। ফুলের মালা একলা পরেছ?

রতি। কেন সখি! তোমরা কি পরনি?

মেন। আমরা পরলে তোমার সুখ কি?

রতি। কেন সখি! তোমরা পরলেইতো আমার সুখ।

উর্ব্ব। না সখি! ওটি তোমার মনগড়া কথা।

রতি। কেন সখি! মনগড়া কথা কিসে?

মেন। নয় কেমন করে ভাই! সখা মদনের জন্যে কোন্ এক ছড়া মালা গাঁথ্‌লে। চল ভাই, এই কুসুম গুলি চয়ন করে সখার জন্যে একছড়া মালা গাঁথি গে।

পিলু—খেমটা।

মেন }
উর্ব্ব } সমস্বরে।——

কুসুম তুলি সখি প্রেমের ভরে,
আজি সাজাব প্রিয়বরে।
গাঁথিয়ে চিকণ হার সজনি,
দিব দোলায়ে তাঁর গলে।
সখি তোমা ধনে, মিলায়ে সে জনে,
ভাসিব সুখ সরোবরে।

রতি। সখি! তোমরা এত রঙ্গও জান।

মেন। সখি! রঙ্গ না হলে আমরা এক দণ্ডও থাকতে পারিনে।

উর্ব্ব। আজ রঙ্গের মানুষ পেয়েছি, তাই দুটো রঙ্গ করছি, কেন ভাই, তুমি কি রাগ করলে?

রতি। সে কি ভাই, তোমাদের কথায় যদি রাগ হবে, তবে অনুরাগ কার কাছে প্রকাশ করব।

মেন। কেন ভাই, অনুরাগ প্রকাশের তো লোক আছে।

উর্ব্ব। কেন ভাই রাগ প্রকাশেরও তো লোক আছে।

রতি। সে আবার কে?

মেন। কেন সখি, রাগ প্রকাশের লোক আমরা, আর অনুরাগ প্রকাশের লোক তোমার প্রাণবল্লভ।

রতি। নাও ভাই, তোমাদের কথায় পারা ভার, তোমরা কেন আমাকে এত বিদ্রূপ করছ, ক্ষান্ত হও, আজ ভাই

আমার কিছুই ভাল লাগছে না। মনটা বড় বিচলিত হচ্চে।

উর্ব্ব। তাতো ভাই হতেই পারে। এই মনোহর উপবন, মৃদুমন্দ মলয় সমীরণ, তাতে আবার চন্দ্র কিরণোজ্জ্বল-রজনী, সখা মদন নিকটে নাই, এতে যে মন বিচলিত হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

রতি। তোমরা যা বল ভাই, কিন্তু যথার্থই আজ মনটা বড় বিচলিত হয়েছে, কিছুই ভাল লাগছে না।

ঝিঝোঁটী—মধ্যমান।

কেন আজ কাঁদে প্রাণ মন।
না জানি কি অমঙ্গল হবে সখি সংঘটন।
ব্যাকুল হতেছে মন, প্রাণ হল উচাটন,
নাচিতেছে অনুক্ষণ, মম দক্ষিণ নয়ন।
সখি উপদেশ ছলে, কে যেন দিতেছে বলে,
আজি গো সরলে তুমি, হারাইবে পতিধন॥

মেন। সখি, না না এমন সুখের সময় তুমি অমন অনিষ্ট চিন্তা করোনা। সখি! তুমি পতিপ্রাণা, পতিসোহাগিনী তা আমরা জানি। কিন্তু তা বলে কি, তাঁর একটু বিলম্ব দেখে এত অমঙ্গল চিন্তা করতে হয়।

সোহিনী—আড়খেমটা।

ছি ছি সখি! কেন ভাব তুমি ও ভাবনা আর।
চলনা তুলিয়ে আনি কুসুম সম্ভার।

গাঁথিয়ে চিকণ হার, গলে পরাইলে তাঁর,
বাড়িবে অধিক শোভা, সখার তোমার।
শ্রীমুখে মধুর হাস, সুখের সাগরে ভাস,
হেরিয়ে শীতল হোক, অন্তর সবার॥

মেন। (পশ্চাতে মদনকে সমাগত দেখিয়া)
দেখ সখি দেখ ওই নয়নে।
প্রাণের ঈশ্বর তব, মনোমত মনোভব,
আসিছেন এরম্য কাননে।

ঊর্ব্ব। (অগ্রসর হইয়া মদনের করধারণ পূর্ব্বক)
এস সখা এতক্ষণ ছিলে হে কোথায়।
তোমার বিলম্বে সখী পাগলিনী প্রায়।

মেন। বিরহে ও মুখশশী, হয়েছে যেমন মসী,
এস সখা শান্ত কর প্রাণের প্রিয়ায়।
সখীর যাতনা আর দেখা নাহি যায়॥

রতি। (কৃত্রিম কোপ ভরে)
ছি ছি সখি তোমাদের একি ব্যবহার।
আর তোমাদের সনে, আসিব না উপবনে,
করিব না কানন বিহার।

মদন। (রতি দেবীর পার্শ্বে আসিয়া, রতির করধারণ পূর্ব্বক)
কেন প্রিয়ে কেন এত কর অভিমান।
সখীজন প্রাণের সমান।

মেন। (ঊর্ব্বশীর প্রতি) সখি! দেখ দেখ, প্রিয়-সখী সখার বামে দাঁড়ায়ে কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেছে।

ঊর্ব্ব। সখি, চিরবিরহের পর, প্রেম-ভরে যেন মাধবীলতা সহকার তরুকে আশ্রয় করেছে।

সাহানা—একতালা ।

কনক-লতিকা রতি মরি কি শোভিল হায়,
সহকার তরু কাম সোহাগে বেড়িল তায় ।
দোঁহার মোহন ছাঁদে, গগনে শশাঙ্ক কাঁদে,
মৃগ শিশু কোলে লয়ে শোকাকুল প্রাণ,
সেই খেদে বুঝি শশী জলদে লুকায় ।

মেন । সখা, আজ তোমার এত বিলম্ব কেন, যাহোক এখন সখীর সঙ্গে একটু আমোদ প্রমোদ কর, দেখে আমাদের নয়ন মন পরিতৃপ্ত হোক ।

মদন । না না সখি, আজ অধিক বিলম্ব কর্‌তে পার্‌ছিনে । তোমরা আমাকে বিদায় দাও । আজ আমাকে একটী গুরুতর কার্য্য সাধন করতে হবে ।

মেন । সখা ! এমন কি গুরুতর কাজ আজ সাধন করবে ।

মদন । সখি ! দুর্দ্দান্ত তারকাসুর কর্ত্তৃক অমরকুল নিপীড়িত । সুরলোকে এমন একটী বীর নাই, যে তারকাসুরের নিধন সাধন করে ।

রতি । নাথ, তবে কি তুমি তারকাসুর বধ করতে যাবে ?

মদন । না প্রিয়ে, আমি কেন যাব ? হিমালয় প্রান্তে দক্ষরাজনন্দিনী সতীর শোকে দেবাদিদেব মহাদেব সমাধি করে বসে আছেন, আমাকে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে হবে ।

রতি । নাথ ! মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করলে কি হবে ?

মদন । প্রিয়ে, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করে গিরিরাজনন্দিনী উমার সঙ্গে যাতে তাঁর মিলন হয়, তা করতে হবে ।

সেই উমার গর্ভে কুমার জন্ম গ্রহণ করে দুরাত্মা তারকাসুরকে বধ কর্‌বেন। এ না হলে আমাদের নিস্তার নাই। এটী দেবকার্য্য, প্রাণপণে সাধন করতে হবে।

রতি। নাথ! তোমাকে বিনয় করি, এ অধ্যবসায় হতে নিরস্ত হও।

সোহিনী বাহার। আড়খেমটা।

যেওনা হৃদয়নাথ তুমি শঙ্কর যথায়।
দাসীর মিনতি রাখ ধরি তব পায়॥
সক্রোধ স্বভাব হর, জানে সুরাসুর নর,
এ বাসনা পরিহর, ওহে রসরায়॥
মহেশের কোপানলে, কেন মরিবে হে জ্বলে,
তা হলে চিরদাসীর কি হবে উপায়।

মদন। সে কি প্রিয়ে, এ দেবকার্য্য, এ কার্য্যে নিরস্ত হলে চল্‌বে কেন? এ কার্য্য করতেই হবে। এতে আমাদেরও স্বার্থ আছে। বিশেষতঃ দেবরাজের নিকটে আমি প্রতিশ্রুত হয়ে এসেছি।

মোল্লার। আড়াঠেকা।

কি লাগিয়ে প্রাণ-প্রিয়ে হতেছ এত কাতর,
এত্রিন ভুবনজয়ী আমার কুসুম শর।
হানিয়ে কুসুম বাণ, ভাঙ্গিব হরের ধ্যান,
ভাসিবে সুখসাগরে, যত অমর নিকর;
তোমার সহায় আজ, সাধিব হে দেবকাজ,
চল সতি দ্রুতগতি. যথা সেই সতীশ্বর।

মদন। প্রিয়ে! সে জন্যে তুমি এত চিন্তা করছ কেন? আমার এই কুসুম-শরাসন আর কুসুম-বাণের যে, কত

বল-বীর্য্য, তাতো তোমার অবিদিত কিছুই নাই। এই সম্মোহন বাণে তপস্যানিরত ধূর্জ্জটির মন মোহন করে, ত্রিলোকের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করব। প্রিয়ে! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করো না, সখা বসন্তকে সঙ্গে লয়ে দেবকার্য্য সম্পাদন করিগে।

মেন। কেন সখি! কেন এত ভয় ত্রিলোচনে।
এ তাঁহার প্রিয়কার্য্য শুন বরাননে ॥

উর্ব্ব। যাও সতি লয়ে পতি সুকার্য্য সাধনে।
সখার গৌরব রবে এ তিন ভুবনে ॥

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গিরিরাজের অন্তঃপুর শয়নমন্দির।

গিরিরাজ ও মেনকার প্রবেশ।

গিরি। প্রিয়ে! কি বল্‌ছিলে, বল না ?

মেন। নাথ! আর কি বলব, তুমি কি কিছুই জান না ?

গিরি। প্রিয়ে! আমি সব জানি, প্রাণাধিকা উমা বিবাহ যোগ্যা হয়েছে, তা কি আমি জানিনে ? কিন্তু আমার উমার যোগ্য বর কই।

মেন। সে কি নাথ! এ ত্রিলোকে উমার যোগ্য বর নাই, তবে আর সংসার আশ্রমে থেকে সুখ কি ? প্রাণাধিকা উমার যদি বিবাহ দিতে না পারলেম, নবযৌবন-সম্পন্না সুকুমারী যাবজ্জীবন কুমারী অবস্থায় থাক্‌ল, তবে সংসার ত্যাগ করে বনে যাওয়াই উচিত।

বেহাগ—একতালা।

নাথ হে উমাধনে।
গলায় গাঁথিয়ে, যাইব চলিয়ে, নিবিড় বিজন বনে।
নবীন যৌবন ঘিরেছে দেহে, ভুলায়ে বালারে মমতা স্নেহে,
আর কি রাখিতে পারি হে গেহে, ভেবেছ কি ভাব মনে।
সোনার প্রতিমা উমা আমার, অতুলনা রূপ রূপের সার,
নবীন জীবনে যৌবনভার, কতই সহিবে আর ;—
বিরাজ করিছে শান্তি যথায়, উমারে লইয়ে যাব তথায়,
কিবা সুখ আর থাকি হেতায়, রব তথা দুই জনে॥

নাথ! এ সংসার আশ্রমে আর কি প্রয়োজন? যেখানে শান্তিদেবী বিরাজ করছেন, যেখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, যেখানে মকরকেতনের কুসুম-শরের মর্য্যাদা নাই, সেই শান্তিরসাশ্রিত বনে গিয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করি। মহারাজ! আমার প্রাণের উমা যদি তোমার এতই গলগ্রহ হয়ে থাকে, তবে আমাদের বিদায় দাও।

গিরি। প্রিয়ে! আমাকে এ অনুচিত তিরস্কার কেন করছ? আমার উমা বিবাহ যোগ্যা হয়েছে, তা আমি জানি, কিন্তু কি করব, উমার যোগ্য বর না পেলে কি যাকে তাকে উমাধন সমর্পণ করব? প্রিয়ে আমি নারদের মুখে শুনেছি, উমা আমার সামান্য ধন নন।

পরজ—ঝাপতাল।

উমা সামান্য ধন নহে গুণবতি,
কেমনে জানিবে প্রিয়ে তুমি ক্ষীণমতি।
তনু ত্যজি দক্ষালয়ে, এসেছেন হিমালয়ে,
হরের হৃদয়ধন, প্রসুতির সতী।
অসুর অমর নর, যাঁরে ভাবে নিরন্তর,
সেই ধন তব গৃহে, উদয় সম্প্রতি।

প্রিয়ে! উমা কি আমার সামান্য ধন যে, যার তার সঙ্গে বিয়ে দেব, প্রিয়ে! একটু স্থির হওতো;—ঐ বীণা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, বোধ হয় নারদ আসছেন।

নারদের প্রবেশ।

সতীপতি গঙ্গাধর ত্রিপুর নিধনকারী।
শশ্মান-নাটক, বিষাণ-বাদক, ডম্বুরু ত্রিশূলধারী।

জটা জুটে গঙ্গা পাপী পাবনী,
কুল কুল রবে করেন ধ্বনি,
শ্রীঅঙ্গে বিরাজে কেবল ফণী,
আহা কিবা মনোহারী।
ধ্বক্‌ধ্বক্‌ বহ্নি জ্বলিছে ভালে,
বম্‌ বম্‌ রব নিয়ত গালে,
কত শোভা ধরে হাড়ের মালে,
ভীষণ শ্মশানচারী॥

গিরি। দেবর্ষি! আসুন আসুন, (উভয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম।) আপনার পদার্পণে পুরী পবিত্র হলো। আর আমরাও চরিতার্থ হলেম।

নারদ। (হস্ত উত্তোলন করিয়া) চিরায়ুরস্তু; তবে গিরিরাজ, সমুদয় কুশল তো?

গিরি। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই কুশল।

নারদ। ভাল ভাল! (মেনকার প্রতি) শুভে! আপনি কুশলে আছেন তো?

মেন। আজ্ঞা শারীরিক কুশল বটে, কিন্তু মনের বড় অসুখ।

নারদ। সে কি, মনের অসুখ কেমন?

মেন। মনের অসুখ কি জানেন, উমা বিবাহ-যোগ্য হয়েছে, তার উপযুক্ত বর পাওয়া যাচ্ছে না।

নারদ। এঁ্যা! উমার বর পাওয়া যাচ্ছে না? সে কি গিরিরাজ! উমার যোগ্য বরতো আপনার এই হিমালয়েই আছে!

গিরি। সে কি দেবর্ষি, হিমালয়ে উমার যোগ্য বর! কিছুই বুঝতে পারলেম না।

নারদ। হাঁ গো, এই হিমালয়ে উমার বর সুরধুনী-তীরে সমাধি করে বসে আছেন।

গিরি। তবে আপনি কি দেবাদিদেব মহাদেবের কথা বলছেন?

নারদ। তা নাতো কি, মহাদেব ব্যতীত উমার বর আর কে আছে? আমি পূর্ব্বেইতো তোমাকে বলেছি যে, উমা তোমার সামান্য ধন নয়; এই সময় থেকে উমাকে শিবের সেবায় নিযুক্ত করে দাও, আমিও এই মাত্র উমাকে বলে এলেম যে, তুমি সঙ্গিনী সঙ্গে সুরধুনী-তীরে গিয়ে শিবের সেবায় নিযুক্ত হও। গিরিরাজ! এ শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব করো না।

গিরি। দেবর্ষি! আমাদের এমন সৌভাগ্য কি হবে যে, দেবাদিদেব মহাদেব আমার উমার পাণিগ্রহণ করবেন?

নারদ। গিরিরাজ! তার আর সন্দেহ কি, শীঘ্র উমাকে শিবের সেবায় নিযুক্ত করে দাও, আমি এখন চল্লেম, সুর-পুরে বিশেষ কার্য্য আছে।

গিরি। যে আজ্ঞা, তবে আসুন। (প্রণাম।)

[নারদের প্রস্থান।

গিরি। প্রিয়ে! আর কেন, এইতো শুনলে, এখন সত্বরে উমাকে মহাদেবের নিকটে পাঠিয়ে দাও, আর বিলম্ব

করো না, আমি একটু কার্য্যান্তরে গমন কর'ব, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

[গিরিরাজের প্রস্থান।

মেন। (স্বগত) তাইতো, কেমন করে প্রাণাধিকা উমাকে কাননে পাঠাই। উমা আমার সুবর্ণ-প্রতিমা, নবনী অপেক্ষাও সুকোমল। বাছা আমার নবীন জীবনে কেমন করে, কঠোর মুনিব্রত অবলম্বন করবে। উমা আমার কাননে গিয়ে শিবের আরাধনা করবে, আর আমি রাজ-ভবনে থেকে সুখ-সচ্ছন্দে সুখ সম্ভোগ ক'রব? (পশ্চাতে অবলোকন করিয়া) এই যে সখী-সঙ্গে উমা আমার এই দিকেই আসছে।

জয়া বিজয়া ও উমার প্রবেশ।

উমা। জননি! আমি নারদের মুখে শুনলেম যে, কৈলাস-নাথ হিমালয়ে তপস্যা করছেন, অতএব আমি সঙ্গিনী সঙ্গে শিবারাধনায় চল্লেম, আমাকে বিদায় দাও।

মেন। বাছা উমা, তোমাকে বিদায় দেব, এমন নিষ্ঠুর কথা কেন বল্লে মা! বাছা তোমার জননীকে ত্যাগ করে কোথায় যাবে! বাছা জয়া বিজয়া, আমার উমাকে লয়ে তোমরা কোথায় যাবে মা?

পরজ—ঝাঁপতাল।

অনুমতি দেহ মা, প্রসন্ন বদনে।
আরাধিতে পশুপতি যাইব কাননে॥

দেবের দুর্ল্লভ ধন, সতীপতি ত্রিলোচন,
পুজিব চরণ তাঁর, প্রিয় সখী সনে।
জননি ভকতি ভরে, তুষ্ট করি সতীশ্বরে।
ত্বরায় সঙ্গিনী সনে, আসিব ভবনে॥

মেন। না বাছা! আমার প্রাণ থাকতে তোমাদের যেতে দেব না, এই হিমালয়, সকল দেবের আবাসস্থান, দেবারাধনা করতে যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে গৃহে বসে দেবারাধনা কর।

বাহার—একতালা।

বিজন কাননে, উমা তোমা ধনে, পাঠাইতে মন চায় না।
থাকিয়ে আলয়ে, প্রিয় সখী লয়ে,
শিব পূজা কি মা হয় না।
সোনার প্রতিমা উমা মা তুমি,
কেমনে ভ্রমিবে কানন ভুমি,
সবে কি প্রাণে;—
বাছা তুমি আঁখিতারা, ক্ষণে হলে হারা,
নয়নে সলিল রয় না।

মেন। মা উমা, আমি প্রাণ ধরে তোমাকে বিদায় দিতে পারব না।

জয়া। মা গিরিরাণি! আমরা উমাকে লয়ে সুরধুনী-তীর পর্য্যন্ত যাব বৈত নয়, তার জন্যে আপনি এত চিন্তা কর্‌ছেন কেন?

মেন। বাছা জয়া! উমা আমার জীবন সর্ব্বস্ব, যাকে এক দণ্ড না দেখলে জগৎ শূন্যময় দেখি, তাকে কেমন করে নিবিড় কাননে পাঠাব, আমি তা কখনই পারব না।

বিজয়া। জননি! আপনি উমার জন্যে কিছু মাত্র চিন্তা করবেন না, আমরা শিবারাধনা করে অতি সত্বরেই গৃহে প্রত্যাগত হব।

মেন। বাছা বিজয়া সত্য বটে, তোমরা উমার সঙ্গে থাকবে, আমি এই ভরসাতে জীবন ধারণ করে রইলেম। (উমার কর ধারণ করিয়া জয়া বিজয়ার করে সমর্পণ পূর্ব্বক) বাছা জয়া বিজয়া, এই আমার নয়ন-তারা সোনার প্রতিমা উমাকে তোমাদের করে অর্পণ করলেম, সত্বরে শিবারাধনা করে, আমার উমাকে লয়ে গৃহে এস। দেখো মা! যেন অধিক বিলম্ব না হয়, আমি একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করছি, যেন তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়, (উমার প্রতি) চল মা, তোমার বেশ-বিন্যাস করে দিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমালয়—সুরধুনী-তীর।

মহাদেব ও নন্দীর প্রবেশ।

মহা। নন্দি! আর অধিক দূরে যাবার প্রয়োজন নাই। এই স্থানটী অতি রমণীয়, অদূরে বেগবতী সুরধুনী প্রবাহিতা হচ্ছে, নিকটে দেবদারু বন, আহা! এখানে শান্তি-দেবী যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে বিরাজ করছেন। নন্দি! আর কত কাল দাক্ষ্যায়ণীর বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করব,(স্বগত) প্রিয়ে! আমি তোমাকে কত বিনয় বাক্যে বলেছিলাম, যে বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে যেও না। সেই পামর নৃশংস রাক্ষস শিবযজ্ঞে ব্রতী হয়েছে, সে আমাদের মান কোন মতেই রক্ষা করবে না। প্রিয়ে! আমি যা মনে করেছিলাম, আমার অদৃষ্টে তাই ঘটলো। সতি! তোমার অসহ্য বিরহ-যাতনা আর আমি সহ্য করতে পারিনে। (প্রকাশে) নন্দি! তুমি ঐ দেবদারু-তরুমূলে উপবেশন কর। আমি সেই সতীর মোহিনী মূর্ত্তি—পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করে এই খানে বসে ধ্যান করি। (মহাদেব ধ্যানোপবিষ্ট ও নন্দীর বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

অদূরে উমা জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ।

জয়া। সখি! আজ উপবনের কি পরম রমণীয় শোভাই হয়েছে, কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়ে বনপাদপ গুলি কেমন অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেছে? সখি! ঐ সরোবর পানে

চেয়ে দেখ, প্রফুল্ল কমলগুলি কেমন মৃদু মন্দ সমীরণে দোদুল্যমান বোধ হচ্চে, যেন প্রাণপতি ভগবান অংশু-মালীকে বলচে, যে আজ আর তুমি অস্তাচলে গমন করো না।

বিজয়া। ঠিক বলেচ সখি! পদ্মগুলি মস্তক নেড়ে ভগবান সূর্য্যদেবকে যেন তাই বলচে।

জয়া। এস সখি! ভগবান ভবানীপতি মহাদেবের পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করি।

উমা। হাঁ সখি! চল, ভগবান কৈলাসনাথ যাতে সন্তুষ্ট হবেন, সেইতো আমাদের প্রিয়কার্য্য।

কালেংড়া—একতালা।

চল না চল না সখি কুসুম কাননে।
নবীন কুসুম তুলি মনোসাধে সাজাইব সই! কৈলাসনাথ ত্রিলোচনে॥
গাঁথিব হার তুলি নানা ফুল,
শোভা হবে গো অতুল,
জুড়াব আঁখি জুড়াব মনে।

জয়া। সখি! তবে চল, এই কুসুম-সম্ভার লয়ে ভগবান কৈলাসনাথের পূজা করি গে।

উমা। হাঁ সখি চল। (সকলের গমন ও সম্মুখে মহাদেবকে দেখিয়া) এই যে, সখি! ভগবান কৈলাসনাথ বসে আছেন। সখি! ভগবান মহাদেবের কি মনোহর রূপ, হিমালয় পর্ব্বতে রসায়ন-মার্জ্জিত যেন রজত গিরি ধ্যানোপোবিষ্ট। সখি! এত দিনে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

জয়া। সখি! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হলো বটে, কিন্তু

আমাদের মনোবাসনা এখনো পূর্ণ হয়নি। তুমি আমাদের স্বর্ণলতা, তুমি যখন এই রজতগিরিকে বেষ্টন করবে, তখন আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

নন্দী। (স্বগত) এই যে জননী এসেছেন; আর কি থাকতে পারেন? আমি যেন কিছুই জানিনে;— এই সময় একটু রঙ্গ করা যাক, (প্রকাশে) আরে.মলো! এতিনটে ছুঁড়ী কোথা থেকে প্রভুর তপস্যার বিঘ্ন করতে এলো; কে তোমরা গো! এখানে মরতে এসেছ, তোমাদের কি প্রাণের ভয় নাই?

বিজয়া! নন্দি! আমরা এই পর্ব্বতবাসিনী।

নন্দী। (স্বগত) বিজয়া দেখছি চিন্তে পেরেছে। (প্রকাশে) তোমরা পর্ব্বতবাসিনী হও আর যেই হও, শীঘ্র এখান থেকে প্রস্থান কর, তপস্যার বিঘ্ন হলে প্রভুর কোপানলে এখনি ভস্ম হবে, যদি সহজে না যাও, এই ত্রিশূল দেখছ!—

উমা। নন্দি! কেন জ্বালাতন করিস; আজ অনেক দিনের পর ভগবান দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ পেয়েচি, কেন পূজার বিঘ্ন করিস?

নন্দী। (স্বগত) মাও চিন্তে পেরেছেন; (লজ্জিত ও শশব্যস্ত হইয়া প্রকাশে) মা! যান, তবে পূজা করুন গে। মা! আমিও আজ অনেক দিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করলেম। এমন আশা ছিল না যে, আর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করব।

(উমা, জয়া, বিজয়া অগ্রসর হইয়া মহাদেবকে
পুষ্প প্রদান ও সকলের সমস্বরে)

বেহাগ।

"হর হর শঙ্কর হে ত্রিপুরারে।
হে করুণাময় হর মদভারে ॥
সর্ব্বশুভঙ্কর দুষ্কৃতিদারী।
সর্ব্ববিমোহন ভব ভয়হারী ॥
ভক্তিসুধারসসিন্ধুবিলাসী।
ক্ষ্মাতনয়াপতি প্রেমপ্রয়াসী ॥
ক্ষ্মাপতি মাপতি মুক্তিবিধাতা।
সাধুজনে নিজ ভক্তিপ্রদাতা ॥"

(পুষ্প প্রদান।)

বেহাগ।

"জয় সেবকরঞ্জন, নিত্যনিরঞ্জন, দানবগঞ্জন,
ভক্তনিধে।
জয় দুর্জ্জনশাসক, দুষ্কৃতিনাশক, বিশ্ববিকাশক,
বিশ্ববিধে ॥
জয় মুরারি-নাশন, বৃশেষ-বাহন ভুজঙ্গ-ভূষণ,
সতীপতে ॥
জয় বিষাণবাদক, বিষাক্ত-কণ্ঠক, হুতাশ ভালক,
দীনপতে ॥"

অনতিদূরে মদন, বসন্ত ও রতির প্রবেশ।

উমা। সখি! একি, সহসা দিগ্বলয় কেন উদ্ভাষিত? সহসা মৃদু মন্দ মলয় সমীরণ কেন প্রবাহিত? সখি! ঐ শুন, কোকিলের কুহু-রবে কানন-ভূমি পরিপূরিত হলো।

সখি একি! সহসা স্বভাবের এত পরিবর্ত্তন, এতো কখনই সম্ভবে না? সখি! ভ্রমরের সুমধুর গুণ গুণ স্বরে হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠলো!—সই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও যেন তালে তালে নৃত্য কর্‌তে উদ্যত। সখি এমন কেন হলো, হেমন্ত সময়ে বসন্তের প্রাদুর্ভাব তো কখনই হয় না।

বসন্ত বাহার—যৎ।

অকালে আজি কি সখি হইল বসন্তোদয়।
হৃদয় ভাসিল সুখে হাসিল গো দিক্‌চয়॥
শুষ্ক তরু মঞ্জরিল, অলিকুল গুঞ্জরিল,
গাইল পঞ্চম তানে, কল-কোকিল নিচয়।
উঠিল মলয়ানিল, বাসন্তী ফুল ফুটিল,
সংযোগী জনের আজি সুখে নাচিল হৃদয়।

মদন। সখা বসন্ত! একবার কানন পানে চেয়ে দেখ, এমন রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণীরত্ন কি কোথাও দেখেছ? দেবাদিদেব মহাদেবকে হিমালয়ে সমাগত দেখে, বোধ হয়, হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে, তাঁর আরাধনা কচ্চেন। আহা! এমন রূপতো কোথাও দেখিনে? বোধ হয়, বিধাতা নির্জ্জনে বসে পৃথিবীর সমুদয় উপমান সংগ্রহ করে এই রমণীরত্নকে সৃষ্টি করেচেন।

বস। সখা! দূরতা প্রযুক্ত যদিও স্পষ্ট জানা যাচ্চে না বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, ঐ রমণীরত্ন গিরিরাজ-নন্দিনী পার্ব্বতী, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (রতির প্রতি) সখি! তুমি তো সখী-সঙ্গে সর্ব্বদাই হিমালয়ে বনবিহার কত্তে

এসে থাক, দেখ দেখি, এই রমণীরত্ন, এই পর্ব্বত-কুসুম কি না?

রতি। সখা! তার আর সন্দেহ কি? ইনিই সেই শৈল-বালা উমা, সখী সঙ্গে শিবারাধনা কচ্চেন।

বসন্ত। সখা! ইনিই হিমালয় পর্ব্বতের প্রফুল্ল কণক-পদ্ম; আহা! কি অনুপম রূপ-লাবণ্য। যেন শত সহস্র শর-চ্চন্দ্রমা গগণ-ভ্রষ্ট হয়ে, দেবদারু বনে সমুদিত। আহা! গিরিবালার কি কমনীয় কান্তি,—কি প্রশান্ত মূর্ত্তি,—কি বিশাল বক্ষঃস্থল;—কি নির্ম্মল বদন মণ্ডল! দেখলে সহসা বোধ হয়, যেন ভক্তিদেবী পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করে অনাথ-নাথের পূজা করচেন।

মদন। সখা! এই কি সেই সুবর্ণলতিকা উমা, তবে আর কি! আমাদের উদ্দেশ্য আজ নির্ব্বিঘ্নে সাধিত হবে। এই মোহিনী মূর্ত্তি উমার মোহনরূপে আজ অনাথনাথের মনোমোহন করব, আর অধিক ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না।

রতি। নাথ! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এই উপযুক্ত সময়, এই সময় হরের ধ্যান ভঙ্গ কর।

মদন। সখা! তুমি একটু আমার সহায় হও। (মহাদে-বের প্রতি মদনের বাণ নিক্ষেপ ও হরের ধ্যানভঙ্গ।)

মহাদেব। (সহসা নয়নোম্মীলন করিয়া) কে রে অস-ময়ে আমার ধ্যানভঙ্গ কল্লি! (সম্মুখে মদনকে দেখিয়া) রে দুর্ম্মতি পিশাচ মদন! তোর এই কাজ, তুই যেমন অস-ময়ে আমার ধ্যানভঙ্গ কল্লি, এই তার সমুচিত ফলভোগ

কর। (মহাদেবের ত্রিনয়ন হইতে ক্রোধানল বেগে মদনের প্রতি ধাবমান।)

মদন। সখা বসন্ত! প্রাণপ্রিয়ে রতি! জ্বলে মলেম, পুড়ে মলেম, আর সহ্য কত্তে পারিনে। হায় কি হলো (বেগে প্রস্থান ও ভস্ম।)

রতি। হায় কি হলো! হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে! তুমি হরকোপানলে ভস্ম হলে! হা নাথ! (ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছা।)

মহাদেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) নন্দি! দুর্ব্বিনীত পিশাচ মদন সমুচিত ফল প্রাপ্ত হয়েচে, এখন চল, এ পাপ কাননে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই।

নন্দি। যে আজ্ঞা প্রভু! চলুন।

[নন্দীকে লইয়া মহাদেবের প্রস্থান।

উমা। সখি! যদি দেবাদিদেব কৈলাসনাথ মদন ভস্ম করে, আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেলেন, তবে আমাদের এখানে থাকবার আর কি প্রয়োজন? চল, আমরাও বনান্তরে গিয়ে তপস্বিনী বেশে তপস্যা করিগে। কৈলাসপতি যদি আমাদের পরিত্যাগ কল্লেন, তবে এ মনোহর বসন ভূষণ, রমণীয় রাজনিকেতন, এ ছার নবীন যৌবনে আর প্রয়োজন কি? চল তপস্বিনী বেশে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিগে।

জয়া। প্রিয়সখি! তা আর একবার করে? যেমন জগতের আনন্দদায়ক পূর্ণচন্দ্র উদয় না হলে প্রফুল্ল কুমুদিনী শোভা পায় না,—যেমন প্রফুল্ল অমল কমল অলি-চুম্বিত

না হলে, কখনই অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে না,—তদ্রূপ তোমার অনুপম রূপলাবণ্য, মনোহর নবীন যৌবন, সেই ত্রিলোক-নাথ আশুতোষের অনুগ্রহ লাভ না করতে পারলে কখনই শোভা পাবে না। চল সখি! বনান্তরে গিয়ে, ভগবান আশুতোষের আরাধনা করি।

[জয়া বিজয়াকে লইয়া উমার প্রস্থান।

রতি। (গাত্রোত্থান করিয়া) হা নাথ! হা জীবিতেশ্বর! চিরদাসীকে অনাথিনী করে কোথায় গেলে! নাথ! তুমি কি হরকোপানলে ভস্ম হয়েচো, না, বোধ হয়, আমার প্রণয়-পরীক্ষা করবার জন্যে বনান্তরালে আত্মগোপন করেচ। নাথ! আর কেন, যথেষ্ট হয়েচে। চিরদাসীকে একবার দেখা দাও।

লুম ঝিঝিট—আড়া ঠেকা।

কোথা গেলে নাথ এ চিরদাসীরে রাখিয়ে এই বিজন কাননে।
কি দোষ পাইয়ে মম, ওহে প্রিয়তম,
দহন করিছ দেহ বিরহ দহনে॥
এ দাসীর মুখ চাও, নাথ দেখা দাও,
তব অদর্শন আর সহে না জীবনে।
পুরিল দেবের আশ, মম সর্ব্বনাশ,
বিধবা করিল বিধি, অধিনী জনে।

(সরোদনে) হা নাথ! হা হৃদয়বল্লভ! চিরদাসীকে পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে! তোমার অসহ্য বিরহ-বেদনা আর সহ্য হয় না। দেবরাজ! হরের ধ্যান ভঙ্গ হয়েচে, আজ অবধি তোমরা সুখের সাগরে ভাসতে থাক, কেবল

চির-দুঃখিনী রতি চির-বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করুক। হা বিধাত! তোমার মনে কি এই ছিল। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্চে, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি নও, সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি হলে এমন অবিধি কখনই হতো না, যে বিধি পঙ্কজ-মৃণালে কণ্টক সৃষ্টি করেচেন, যে বিধি জগতের আনন্দবর্দ্ধন পূর্ণ-চন্দ্রকে রাহুর আহার করেচেন, যে বিধি সুদৃশ্য পলাষ কুসুমকে গন্ধহীন করেচেন, সেই বিধিই আমার অদৃষ্টে এই বৈধব্যযন্ত্রণা লিখেচেন, তার আর সন্দেহ কি? সখা বসন্ত! আর দেখচো কি, আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে।

পাহাড়ি—আড়া ঠেকা।

তুমি হে স্মরের-সখা বিদিত ভুবন।
ত্বরায় করিয়ে দেহ চিতার রচন।
চিতায় প্রবেশ করি, পাপ দেহ পরিহরি,
আর কার তরে ধরি, এছার জীবন।
হারায়ে প্রাণের পতি, বাঁচিয়ে রহিল রতি,
একথা আমার প্রাণে সবে না কখন।

নাথ! চিরদাসীকে পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে, হৃদয়-বল্লভ! তোমার কুসুমবাণ আর ফুলময় শরাসন ধূলায় ধূসরিত হচ্চে, তোমা বিনা এই ধনুর্দ্ধারণের যোগ্য ব্যক্তি ত্রিলোকে আর কেহই নাই। নাথ! একবার এসে ফুলময় ধনুর্দ্ধারণ করে, বিলাসী জনের আনন্দ বর্দ্ধন করণ প্রাণেশ্বর! তোমার অভাবে মালঞ্চে কুসুমরাশি সুমধুর হাসি পরিত্যাগ করেচে, মনোদুঃখে কোকিলকুল নীরব হয়েচে, ভ্রমর ভ্রমরী ও গুণগুণ রব পরিত্যাগ করেচে, তোমার

সদৃশ প্রিয়সখা হারা হয়ে সখা বসন্ত বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হয়েছে, নাথ! তুমিই বিলাসী জনের প্রাণ, তুমিই বিলাসী জনের সুখ-বর্দ্ধন। সখা! একবার দেখা দাও। ধুলায় ধূসরিত ফুলময় ধনু একবার ধারণ কর, দেখে সকলের তাপিত প্রাণ শীতল হোক।

ঝিঁঝিট—আড়া।

কোথা হে হৃদয়নাথ দুখিনী কাঁদে কাননে।
ত্রিভুবন শূন্যময় হেরি তব অদর্শনে।
বলিতেহে রসরায়, এক প্রাণ এক কায়,
বাঁচিয়ে রহিনু আমি, তুমি দহিলে দহনে।
এস নাথ দেখা দাও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নহে সঙ্গে করি লহ, সখা হে অধিনী জনে।

সখী বসন্ত! আর বিলম্ব করো না, সত্বরে চিতা সজ্জা করে দাও, আর এ পাপ প্রাণ রাখবার আবশ্যক নাই; লোকে বলবে, মদনের মৃত্যুর পর রতি একদণ্ড প্রাণে বেচে-ছিল, একথা আমার কখনই সহ্য হবে না

বসন্ত। সখি! শান্ত হও, ধৈর্য্য-ডোরে হৃদয় বন্ধন কর, আমার একান্ত বিশ্বাস হচ্চে, সখা পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হবেন।

রতি। (নয়ন জল মার্জ্জনা করিয়া) সখা! মৃত্যু হলে পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হয়, একথা কে বিশ্বাস করবে?

রতির প্রতি দৈববাণী।

শুন সুলোচনে।
কেঁদনা কেঁদনা আর যাও নিকেতনে ॥
ওগো রতি গুণবতি, যখন সে পশুপতি,
লভিবেন পার্ব্বতী-রতনে।
তখন প্রাণেশ তব বাঁচিবে জীবনে ॥

বসন্ত। সখি! দৈববাণী শুনলে, আর এখানে বিলাপ করবার আবশ্যক নাই, চল আলয়ে যাই।

রতি। সখা কোন্ প্রাণে কেমন করে শূন্য হৃদয়ে হৃদয়-নাথকে হারায়ে গৃহে যাব, তবে দৈববাণী আর তোমার অনুরোধ, চল সখা যাই চল।

[রতি দেবীকে লইয়া বসন্তের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমালয়-অপ্সর-কানন।

তপস্বিনী-বেশে উমা, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ।

উমা। সখি! এই অপ্সর-কাননটিই তপস্যা করবার উপযুক্ত স্থান। স্থানটি অতি রমনীয়, পিতার মুখে শুনেচি, সুরবালাগণ এই স্থানে সর্ব্বদা বনবিহার করেন, অদূরে সুরধুনী-তীরে ভগবান আঙ্গীরস মুনির আশ্রম। এখানে ঋতু-পতি বসন্তের প্রাদুর্ভাব নাই,—মদনের কুসুমশরের ভয় নাই, এই স্থানটি অতি পবিত্র ও শান্তীরসাশ্রিত। কাননের চতু-র্দ্দিকে অবলোকন করলে বিলক্ষণ বোধ হয়, যেন শান্তী--দেবী মূর্ত্তিমতি হয়ে বিরাজ করচেন। সখি! আর অধিক দূর যাবার আবশ্যক নাই, এই পবিত্র কাননে বসে ভগবান অনাথনাথের তপস্যা করি। দেখি, কৈলাসনাথ আমার প্রতি পরিতুষ্ট হন কি না।

বিজয়া। সে কি সখি! কেন তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্চ? সখি! তুমি যদি কমল নয়ন মুদিত করে তাঁর ধ্যান কর, তা হলে সেই ভগবান কৈলাসনাথ আশুতোষ কতক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারবেন, অবিলম্বে তোমাকে দর্শন দিতে হবে।

জয়া। সখি! তার আর সন্দেহ কি? প্রিয়সখি? সেই দক্ষ যজ্ঞের কথা একবার মনে কর দেখি, যখন পাপ-

দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনে, তুমি প্রাণত্যাগ কল্লে, তখন ভগবান কৈলাসপতি তোমার সেই মৃতদেহ মস্তকে করে, ত্রিলোক ভ্রমণ করেছিলেন। তোমার বিরহানলে একান্ত দগ্ধ হয়ে সুখধাম কৈলাসপুরী পরিত্যাগ করে কাননে কাননে ভ্রমণ কচ্চেন। সখি! তুমি রাজনন্দিনী হয়ে, তপস্বিনী বেশে, কাননে এসে যখন তাঁর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েচ, তখন কি তিঁনি এক মুহূর্ত্তও স্থির হয়ে থাকতে পারবেন? তা হলে যে তাঁর আশুতোষ নামে কলঙ্ক হবে। সখি! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এসো আমরা নয়ন মুদ্রিত করে তাঁর আরাধনা করি।

যোগিয়া।

প্রভুমীশ মনীশমশেষ গুণং,
গুণহীন মহীশ গলা ভরণং।
রণ নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং,
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং।
প্রসুতী-তনয়াম্বিত বামতনুং,
তনুনিন্দিত রাজিত কোটি বিধুং।
বিধি বিষ্ণু সুসেবিত পাদযুগং।
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং।

যোগীবেশে মহাদেবের প্রবেশ।

ভৈরব—একতালা।

কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব,
তারয় দীন জনে।
ভকত আশ্রয়, পবিত্র প্রণয়,
বিতর জীব-জীবনে॥

ক্ষীরোদ-সাগর-সলিল-শায়িত,
ক্ষীরোদকুমারী-শ্রীপদ-সেবিত,
অসুর-অমর-কিন্নর-অৰ্চ্চিত,
প্রণমি তব চরণে॥

মহাদেব। (স্বগত) এই যে, আমার জীবিতেশ্বরী সখীসঙ্গে তপস্বিনী বেশে, আমারই আরাধনা করচেন। আহা! তপস্বিনী বেশে আজ গিরিরাজনন্দিনীর কি রমণীয় শোভাই হয়েচে। যেন শান্তিরসাশ্রিত আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূৰ্ত্তিমতী হয়ে,সখী সঙ্গে কমল নয়ন মুদ্রিত করে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে রয়েচেন। যা হোক, এই সময়ে একবার নিকটে যেতে হলো (নিকটে আগমন পূৰ্ব্বক।) তোমরা এমন নবীন বয়সে তপস্বিনীবেশে এ নিবিড় কাননে কে গা।

বিজয়া। যোগীরাজ! আমরা এই কাননবাসিনী তপস্বিনী।

মহাদেব। না না না! তোমাদের বেশ-বিন্যাস দেখে তপস্বিনী বলে প্রতীয়মান হচ্চে বটে, কিন্তু রূপ-লাবণ্য দেখে বিলক্ষণ বোধ হচ্চে যে, তোমরা কোন সম্ভ্রান্ত কুল কামিনী (উমাকে নির্দ্দেশ করিয়া) এই রূপলাবণ্য সম্পন্না রমণীরত্নটী যে রাজকুল-সম্ভূত তার আর সন্দেহ নাই।

জয়া। যোগীরাজ! আপনি যা ভেবেচেন তা যথার্থ বটে, ইনি রাজকুল সম্ভূত, আর আমরা ওঁর প্রিয়সখী।

মহাদেব। য়্যাঁ, ইনি রাজনন্দিনী। শুভে! তুমি রাজনন্দিনি হয়ে এমন তপস্বিনী-বেশে কাননে কেন?

টোরি—ঝাঁপতাল।

হে মৃগাক্ষি নিবিড় বনবাসিনি, বরকামিনি।
রাজভূষণ পরিহরি কেন বল্কলধারিণি।
নবীন জীবনে, এঘোর কাননে, তপস্বিনী বেশে কার ভাবিনী।
প্রাণনাথ কেন তব নিদয় হে বরাননে,
বিসর্জ্জিল এহেন রতন ঘোর গহনে।
যাও হে পতিপাশে প্রেমাবেশে বিনোদিনি,
কেন সুধামুখি বিষাদিনি।

মহাদেব। না না সুন্দরি! ওকথা তোমাকে বলা হলো না। কুমারীর সমুদয় লক্ষণ তোমার অঙ্গে শোভা পাচ্চে, যা হোক এ নবীন বয়সে কাননে এসে কার তপস্যা কচ্চো?

উমা। যোগীবর! আমরা অনাথনাথ কৈলাসনাথের তপস্যা কচ্চি।

মহাদেব। য়্যাঁ,তোমরা মহাদেবের তপস্যা কচ্চো,হা হা হা! সুন্দরি! তুমি কি মানসে মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েচ? তাঁর আরাধনা করে কি হবে? ধনের আশায়, যদি তাঁর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়ে থাক, তাহলে অন্যায় কার্য্য করেচো। কারণ, তুমি রাজাধিরাজনন্দিনী, ধনের অভাব তোমার কিছুইতো দেখতে পাচ্চিনে, শিব নির্ধন, তাঁর নিকটে ধনের প্রত্যাশা আর হস্তপ্রসারণ করে গগনের চাঁদ ধরা এ দুই সমান। শুভে! যদি বল যে, ত্রিবর্গের আশয়ে তাঁর আরাধনা কচ্চি, এ কথায় আর হাসি রাখতে পারিনে, ত্রিবর্গ দেবার তাঁর ক্ষমতা কি। তিনি ক্ষপা দিগম্বর,

শশ্মানে বেড়ান, হাড়ের মালা পরেন, তাঁর কাছে ত্রিবর্গের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

উমা। না না, যোগিবর! ও সব প্রার্থনা আমাদের কিছুই নাই, শুনেছি আশুতোষ ভক্ত বৎসল, তাই পতি আশে তাঁর আরাধনা কচ্চি।

মহাদেব। য়্যাঁ, কি বল্লে সেই ভিখারীকে পতি আশা করে তাঁর তপস্যা কচ্চ? ছি! ছি! ছি! সুন্দরি! তুমি অমন কথা আর বলো না, তোমা সদৃশ এমন সুন্দরী নারী কি সেই ভিক্ষারীকে শোভা পায়? ভাল সুবদনে! একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার কমনীয় কলেবর সর্ব্বদাই চন্দনে চর্চ্চিত, মহাদেবের অঙ্গ ভস্মে আবৃত, রাজনন্দিনি! তুমি সর্ব্বদা সুশোভন মণি-মন্দিরে বাস কর; তুমি কেমন করে শিবের সঙ্গে সর্ব্বদা শশ্মানে ভ্রমণ করবে? বিধুমুখি! তুমি সুশোভন বসন ভুষণে বিভুষিত, মণিময়-হারে পরিশোভিত; কিন্তু সেই দিগম্বর ফণি ভূষণ আর হাড়ের মালায় ভূষিত। শশিমুখি! তবে কেমন করে তাঁর অঙ্কলক্ষ্মী হতে চাচ্চো? সুন্দরি! যদি বল যে তাঁর কৌলিন্য আর রূপ গুণ দেখে বিমোহিত হয়েচ, শুভে যার পিতা মাতার ঠিক নাই, তার কুল-মর্য্যাদা কোথায়, রূপের কথা আর কি বলবো, অমর-কুলে অমন কুরূপ আর কেহই নাই, তাঁর গুণের কথায় আর কাজ কি, ত্রিজগতে তাঁকে সকলেই নির্গুণ বলে থাকে। গুণের মধ্যে কেবল সিদ্ধি খেতে নিপূণ। অতএব সুন্দরি! পতি আশা করে আর তাঁর তপস্যা করো না।

উমা। যোগিবর তুমি সাবধান হও, যখন তুমি দেবা-

দিদেব অনাথনাথের নিন্দা কচ্চো, তখন বোধ হয়, তোমার যোগসিদ্ধ হয় নাই, মহাদেব যে কি পদার্থ, এখনো তুমি জানতে পার নাই। সখি! ভণ্ড যোগীকে সাবধান কর, আর যেন শিবনিন্দা না করে।

বিভাষ—জৎ।

সখি নিবারণ কর ভণ্ড যোগীবরে।
আর যেন মহেশের নিন্দা নাহি করে।
অজর অমর হর, ব্যাপ্ত তিন চরাচর
যাঁর পদ নিরন্তর যোগী হৃদে ধরে।
যিনি ত্রিলোকের পতি, যিনি অগতির গতি,
যাঁর শিরে স্রোতস্বতী করেন বিরাজ ঃ——
তাঁর পদ আশা করি, বিরিঞ্চি বাসব হরি,
অবিরত ধ্যানে, মগ্ন অনুরাগ ভরে।

উমা। সখি! যোগিবরকে বারণ কর, ঐ দেখ যোগীর ওষ্ঠদ্বয় শিবনিন্দা করবার জন্যে আবার কম্পিত হচ্চে। যোগীবর! তুমি আগে দক্ষ যজ্ঞের ঘটনাটি মনে কর, তার পর শিবনিন্দা করো। যোগী! তুমি তাঁকে নির্গুণ বল্লে, এ কথাতো মিথ্যা নয়, নির্গুণ বলে তাঁকে চারি বেদে বর্ণনা করে থাকে। যোগী! তুমি তাঁকে কুরূপ কেমন করে বল্লে। তাঁর সমান রূপবান এ জগতে আর কে আছে? কৈলাসনাথ যদিও শ্মশানচারী, কিন্তু ত্রিলোকের আরাধ্য। অতএব তুমি সাবধান হও, শিবনিন্দা আর করো না।

ললিত—আড়া ঠেকা।

কেন শিবনিন্দা কর শুন ওহে যোগীবর।
এখনো কি জান নাই কি ধন সে স্মরহর।

সাগর মন্থন হলে, পৃথ্বী পুরিল গরলে,
সেই বিষ পান করি, বাঁচালেন চরাচর।
নিগুর্ণ বলিলে যাঁরে, নিগুর্ণ বলিয়ে তাঁরে,
চারি বেদে ব্যক্ত করে ওহে যোগীবর—
যোগীহে বলি তোমারে, যাও যোগ শিখিবারে,
পর্ব্বত-কন্দরে যথা আছে, তাপস-নিকর।

উমা। সখি! যেখানে শিবনিন্দা হয়, সে স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত। সখি! চল শিবদ্বেষ্টা ভণ্ডযোগীর নিকটে আর থাকবার আবশ্যক নাই। প্রিয়সখি! তুমিতো জান, শিবনিন্দা শুনে একবার দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ করে হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করেচি, সেই হিমালয়ে আবার শিবনিন্দা। কর্ণ তুমি বধির হও, আর যেন শিবনিন্দা না শুনতে হয়। নয়ন তুমি অন্ধ হও, আর যেন, শিবদ্বেষ্টা পাপযোগীর মুখদর্শন করতে না হয়। চল সখি! আমরা বনান্তরে গমন করি।

জয়া। হাঁ সখি! চলো, এ পাপ কানন পরিত্যাগ করে অন্য কাননে যাই।

বিজয়া। সখি! শীঘ্র চল; এ শিবদ্বেষ্টা যোগীর মুখদর্শন আর আমরা করব না।

মহাদেব। (উমাকে গমনোদ্যত দেখিয়া নিজ বেশ ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! নিদয়ার ন্যায়—নিষ্ঠুরার ন্যায়—তোমার চিরদাসকে পরিত্যাগ করে কোথায় যাও? বিধুমুখি! তোমার অসহ্য বিরহানল আর সহ্য হয় না। প্রিয়ে! তোমার মৃতদেহ মস্তকে করে ত্রিলোক ভ্রমণ করেচি, কত যাতনা সহ্য করেচি—তা এক মুখে বলতে পারিনে।

প্রিয়ে! বিনয় করি, তোমার করে ধরি, আর আমাকে পরিত্যাগ করে যেও না।

ললিত—পঞ্চমসোয়ারি।

গিরীন্দ্র-বালিকা আর ত্যজ না অধীন জনে।
জ্বলিয়াছি বিধিমতে তব বিরহ-দহনে।
তব মৃত দেহ শিরে, লয়ে প্রিয়ে সযতনে।
কেঁদে কেঁদে অহরহ, ভ্রমিয়াছি ত্রিভুবনে।
ত্যজেছি কৈলাস ধাম, তব শোকে বরাননে।
করেছি আবাস ভূমি নিবিড় বিজন বনে।

উমা। (জনান্তিকে জয়া বিজয়ার প্রতি) সখি! একি, দেবাদিদেব কি আমাদের মন বোঝবার জন্যে যোগীবেশে এসেছেন, (সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া)।

যোগিয়া।

"—জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষ ধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্ক শেখর দিগম্বর।
জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক,
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর।
জয় রবীন্দুপাবক, ত্রিনেত্র ধারক,
খলান্ধকান্তক হতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গ কেশব, কুবের বান্ধব,
ভবাব্জ ভৈরব পরাৎপর।
জয় কুঠার মণ্ডিত, কুরঙ্গ রঞ্জিত,
বরাভয়ান্বিত, চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত, বিধি-প্রতিষ্ঠিত,
পুরন্দরার্চ্চিত, পুরন্দর।"

মহাদেব। প্রিয়ে আর কেন, প্রসন্না হও, এই নির্জ্জন প্রদেশে এখানে আর কেউ নাই, এই সময় বরমাল্য প্রদান

কর। প্রিয়ে! কৈলাসে চল; তোমার অভাবে সুখময় কৈলাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বিধুমুখি! তোমা বিহনে সাধের কৈলাস শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে, কৈলাসের আর সে শোভা নাই। প্রিয়ে চল, এখানে আর থাকবার আবশ্যক নাই।

উমা। সখি! এ কেমন কথা, আমি পরাধিনী, কেমন করে ওঁর সঙ্গে সহসা কৈলাসে যাব, আর কেমন করেই বা ওঁর গলায় বরমাল্য দেব।

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

বল সই মহেশে মিনতি আমার।
কেমনে গলায় দিব প্রণয়ের হার।
উনি ত্রিলোকের স্বামী, নারী পরাধিনী আমি,
হইব স্বেচ্ছাচারিণী, একি ব্যবহার।
গহন কানন মাঝে, বল সখি কোন লাজে,
বরণ করিব বরে অজ্ঞাতে পিতার—
সখি পুরবাসী সবে, কত ছলে কত কবে,
জীবনে নাহিক সবে, অবলা বালার।

সখি! কৈলাসনাথকে বল; জনক জননীর অনুমতি বিনে সহশা আত্ম সমর্পন করতে পারিনে।

মহাদেব। প্রিয়ে তার জন্যে এত চিন্তা কেন? পূর্ব্বে নারদ কর্তৃক বিবাহের সম্বন্ধ এক প্রকার স্থির হয়েচে, তবে তোমার অনুরোধে আমি পূনর্ব্বার নারদকে তোমার পিতার নিকটে এই দণ্ডেই প্রেরণ করচি। প্রাণেশ্বরি! আমি এখন চল্লেম, তুমি সখী সঙ্গে নিজালয়ে গমন কর।

[মহাদেবের প্রস্থান।

উমা। সখি! তবে চল ভবনে যাই, এখানে থাকবার আর প্রয়োজন কি?

জয়া। হা সখি! চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গিরিরাজের অন্তপুর।

গিরিরাজ ও মেনকার প্রবেশ।

মেন। মহারাজ! এজগতে পাষাণ অপেক্ষা যদি কোন কঠিন পদার্থ থাকে, তাহলে আমি মুক্ত কণ্ঠে বলচি তুমিই সেই পদার্থ। নতুবা এমন কঠিন প্রাণ কার আছে; যে উমার ন্যায় কুসুম-সুকুমারী সরলা বালার হৃদয় বিদীর্ণকারী তপস্বিনী বেশ দেখতে পারে। নাথ! এমন জনক জননী কে আছে, যে, প্রাণের তনয়াকে, তপস্বিনী বেশে, ভিক্ষারিণীবেশে, কাননে কাননে ভ্রমণ করতে দেয়? (স্বরোদনে) নাথ! এ তোমার দোষ নয় আমার কপালের দোষ। হায়! কি পরিতাপ! আমরা সুখ-সূচ্ছন্দে মণিময় ভূষণে বিভূষিত হয়ে মনিমন্দিরে বাস করচি, আমার সোণার

প্রতিমা উমা, তপস্বিনী বেশে মুণিব্রত অবলম্বন করে কাননে কাননে ভ্রমণ করচে। আমরা পরম সুখে, সুখসেব্য নানাবিধ সুখাদ্য ভক্ষণ করচি, আর আমার প্রাণের পুত্তলি উমা বনের কষায় ফল, উত্তপ্ত গিরিনদীর জল পান করে জীবন ধারণ করচে। মহারাজ! এদুঃখ রাখবার আর কি স্থান আছে?

ভৈরবী—আড়খেমটা।

গিরিরাজ, করি আজ, তোমারে মিনতি।
ত্বরায় আনিয়ে দেহ উমা গুণবতী।
আহা আহা মরি মরি, ভিক্ষারিণী বেশ ধরি,
ভ্রমিচে কাননে উমা, শোকাকুল মতি।
যুথ হারা কুরঙ্গিণী, হয় যথা বিষাদিনী,
আমার প্রাণ নন্দিনী, হয়েছে তেমন—
তেমন সোণার বর্ণ, হয়েচে নাথ বিবর্ণ,
অনশনে বনে বনে, পুজি পশুপতি॥

গিরি। প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে অবোধের ন্যায়, বালিকার ন্যায় এমন অনুচিত অনুযোগ কেন করচ? আমি পূর্ব্বে তোমাকে কতবার বলেচি যে, উমা আমার সামান্য ধন নয়। আদ্যাশক্তী ভগবতী দাক্ষ্যায়ণী তোমার উদরে জন্ম গ্রহণ করেচেন। জগজ্জননী তপস্বিনী বেশে ভগবান অনাথনাথের আরাধনা করচেন, এতে অনুতাপ করা উচিত হয় না। যে অনাথনাথ সকল দেবের আরাধ্য, উমা আমার সেই দেব দেব মহাদেবকে সন্তুষ্ট করছে, এর বাড়া আনন্দ আর কি আছে। মহাদেব আমার উমার পাণি গ্রহণ

করবেন স্বিকার করেছেন। প্রিয়ে! আর অনুতাপের প্রয়োজন কি, (পশ্চাতে অবলোকন করিয়া) এই যে নারদ আসছেন।

মেন। মহারাজ! ওই পোড়ার মুখো অলপ্পেয়েইতো আমার সর্ব্বনাশ করেচে। ওই ডেকরাইতো আমার সোণার প্রতিমাকে ভিখারিণীর বেশ সাজিয়েচে। এ্যাতো করেও ওঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি, আবার কি সর্ব্বনাশ করতে আসচেন।

নারদের প্রবেশ।

যোগিয়া—কাহার বা।

ববম বম ভোলা, জপ মন! মালা,—
ভস্ম মাখা গায়, গলে রুদ্রাক্ষ মালা।
কাল কূট কণ্ঠে, পরিধান বাঘছালা।
জটাজুট লম্বিত ত্রিনেত্র উজালা,
বৃষভ বাহনে গতি সঙ্গে দক্ষ বালা।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) রাজদম্পতির জয় হোক।

গিরি। আসুন আসুন দেবর্ষি, (উভয়ের প্রণাম)।

নারদ। চিরায়ুরস্তু। কেমন গিরিরাজ, এখন আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে?

মেন। আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হোক আর না হোক, আপনার বাসনা পূর্ণতো হয়েচে তাই পরম মঙ্গল।

নারদ। (স্বগত) মন্দ নয়, কলহ হবার একটা বিলক্ষণ সূত্রপাত হয়েছে। তা আর হবে না, স্বয়ং নারদ ঋষি যে বিবাহের ঘটক, সে বিবাহে একটা বিশেষ কলহ না হলে আমার

স্থান থাকে কই। বিশেষতঃ আমি কলহ প্রিয়, এজগতে কে না জানে। কলহ নাহলে আমি একদণ্ডও থাকতে পারিনে। দেখাযাক এখন কলহ কতদূর উন্নতি লাভ করে। (প্রকাশে) গিরিরাণি! আমি আপনাদের পরম হিতৈষী, তবে এমন কথাটা বল্লেন কেন?

মেন। আপনি পরম হিতৈষী বলেইতো আমার সুবর্ণ প্রতিমা উমাকে,হাত পা বেধে জলে ফেলে দিচ্চেন।

নারদ। (কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া) ছি, ছি গিরিরাণি! আপনি অমন কথা বলবেন না। যোগ্যবরের সঙ্গেই উমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেচি।

মেন। আহা! কি যোগ্যবরই এনেচেন? একটা আশিবৎসরের বুড়োর সঙ্গে, আমার স্বর্ণলতিকা উমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেচেন। এর চেয়ে আমার উমা যাবজ্জীবন আইবড় হয়ে থাকে সে ভাল, আপনার আর ঘট-কালিতে কায নাই।

নারদ। কি বল্লেন, আশিবৎসরের বুড়ো, তা হলোই বা বুড়োরাইতো বিয়ে পাগলা হয়ে থাকে। বুড়ো নইলে আপনার অমন অলক্ষণা মেয়ে কে বিয়ে করবে?

মেন। দেবর্ষি সাবধান হোন, আমার উমা অলক্ষণা, তবে এজগতে সুলক্ষণা কে আছে? তাই বুঝি একটা ক্ষপা ভাঙ্গড় বর যুটিয়ে এনেচেন!

নারদ। না এনে কি করব, আপনার অমন অলক্ষণা মেয়ে কি ভদ্রলোকে বিয়ে করে থাকে? আপনার যেমন

মেয়ে, বিধাতা তেমনি উপযুক্ত বর যুটিয়ে দিয়েছেন। এতো রাগ করলে চলবে কেন ?

মেন। (স্বক্রোধ) বিধাতার কপালে আগুণ, আর আপনাকে আমি কি বলব। আমার উমা অলক্ষণা কি সে আপনাকে বলতে হবে, তা নইলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্ত গঙ্গা হব।

নারদ। (স্বগত) মন্দনয়, বিলক্ষণ বেধে উঠেছে। (প্রকাশে) শুভে ! আপনার কন্যা যে অলক্ষণযুক্তা এটী স্বিকার করতেই হবে। ভাল আপনিই কেন বলুন না, এই অমর কুলে, দৈত্য কুলে, সম্ভ্রান্ত রাজ কুলের মধ্যে উমার ন্যায় এমন তিন চোকো মেয়ে কোথাও দেখেছেন। সুতরাং ভাঙ্গড় ক্ষপা ত্রিলোচন ব্যতিত, অমন অলক্ষণা মেয়ের পাণিগ্রহণ আর কে করবে ? রাজমহিষি ! আর অনুচিত আশঙ্কা করবেন না। ত্রিলোচনই ত্রিনয়নার যোগ্য বর। যে দেবদেব মহাদেব অনাদী অনন্ত,যে মহাদেব ত্রিগুণাতীত, যে মহাদেব ত্রিলোকের আরাধ্য, সেই মহাদেব আপনার জামাতা হবেন। রাজমহিষি ! এর অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে। গিরিরাজ ! আর বিলম্ব করবেন না কাল অতি শুভোদিন কালই কৈলাসনাথকে উমাধন সমর্পন করুণ। চলুন আর বিলম্বে আবশ্যক নাই। আমিও কৈলাসে চল্লেম, তাঁকেও সম্বাদটা দিইগে। কল্য গোধুলিতে মহাদেবকে বর সজ্জায় সজ্জিত করে আনব, আপনিও যথাবিহিত শুভোলগ্নে মহাদেবকে কন্যা সম্প্রদান করবেন।

গিরি। যে আজ্ঞা দেবর্ষি আসুন। দেবাদীদেব মহাদেব জামাতা হবেন, এর অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে! (মেনকার প্রতি) প্রিয়ে, চল আর বিলম্ব করবার আবশ্যক নাই।

[নারদের প্রস্থান।

মেন। মহারাজ! ক্ষমা করুণ সেই অশিতি বর্ষ বৃদ্ধের সঙ্গে উমার বিবাহ কখনই হতে পারে না।

ভৈরবী—একতালা।

নাথ প্রাণের উমায়—
কেমনে দিব তাঁহায়।
শ্মশান বিহারি, ভোলা ত্রিপুরারি,
ভস্ম মাখা যাঁর গায়;
মিনতি চরণে, বলহে কেমনে,
উমা শোভে তাঁয়।
তমাল বিহনে, মাধবি কেমনে,
বল দেখি নাথ শোভে হে কাননে;
ভিখারীর সনে, প্রাণ উমা ধনে,
বিবাহ কি দায়।

গিরি! ছি ছি প্রিয়ে! এখনো তোমার ভ্রান্তি দূর হলো না! যে মহাদেব, ত্রিলোকের আরাধ্য, তাঁকে উমাধন সমর্পণ করব, এর অপেক্ষা ভাগ্য আর কি হতে পারে? চল শুভ বিবাহের উদ্যোগ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

গিরিরাজের অন্তপুর।

উমাকে লইয়া জয়া বিজয়া ও দুইজন প্রতিবেশিনীর গান ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

ভৈরবী। যৎ।

তোরা আয় গো আয় পুরবাসীগণে,
গাইব মঙ্গল গান অতি যতনে।
পার্ব্বতীর পরিণয়, সুখে ভাসিল হৃদয়,
অতুল আনন্দোদয়, গিরি-ভবনে।
ঘুচিবে সব বিষাদ, পুরাইব মনসাধ,
বসাইয়ে শিববামে, উমা রতনে॥

বিজয়া। (উমার প্রতি) সখি! আজ আমাদের চির আশালতা পুষ্পবতী হলো। প্রিয়সখি! বদন কমল তুলে একবার চেয়ে দেখ, লজ্জা কি, বিধাতা এত দিনে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন! সখি! কত কষ্টে, কত যত্নে, কত আরাধনার পর যে, কৈলাসনাথকে সন্তুষ্ট করেচি তা কি তুমি জাননা। তবে সখি! এমন শুভসময়ে অমনভাবে তোমার থাকা উচিত হয় না।

ভৈরবী। আড়াঠেকা।

কেন প্রাণ প্রিয় সখি রহিলে অধোবদনে।
চেয়ে দেখ সুধামুখি নীল নিরজ নয়নে।

শুভদিনে লাজভরে বিধুমুখ নত করে।
রয়েচ কিসের তরে, বল সখি সখী জনে।
তব পরিণয়োৎসবে, মত্ত পুরবাসী সবে।
তুমি থাকিলে নিরবে, সহিব বল কেমনে।

(উমার চিবুক ধরিয়া, প্রিয়সখি ! এমন শুভদিনে অমন করে কি, লজ্জাভরে থাকতে হয় ? বদন কমল উত্তোলন কর।

জয়া। সখি ! বিজয়া তুমি অমন করচো কেন, বিবাহের দিনে কার না লজ্জা হয় ?

মহাদেব ও গিরিরাজকে লইয়া গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ।

আলাইয়া। জলদতেতালা।

কিবা শুভ দিন উদিল মন মোহিল।
সুখনীরে পৃথ্বী ভাসিল।
রতিপতি মোহন, দেবত্রিলোচন।
পার্ব্বতী সহিত মিলিল।
সতী শোকে কাতর, হয়ে সতীশ্বর।
জর জর বিরহ দায়।
ঘুচিল সে শোক তাপ, ঘুচিল বিষাদ।
অমরের সাধ পুরিল।

গিরি। (মহাদেবকে উমার পার্শ্বে স্থাপন করিয়া উমার কর মহাদেবের করে সমর্পণ পূর্ব্বক) দেব ! সুকুমারী উমা আমার সুবর্ণ-প্রতিমা, আমার প্রাণাধিকা. উমাকে ভবদীয় কর কমলে সমর্পন করলেম। সরলাবালা এই পর্ব্বত কুমারিকে যাবজ্জীবন অনুকুল নয়নে নিরীক্ষণ করলে, চরি-

তার্থ হব। দেব! আপনি যে, আমার উমাকে চিরসুখিনী করবেন, চির বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ রাখিবেন, একথা বলাই বাহুল্য।

নারদ। হর গৌরির শুভ মিলন দেখে জীবন, মন, নয়ন চরিতার্থ হলো—ত্রিজগত আনন্দ সলিলে নিমগ্ন হলো—তারকাসুর কর্ত্তৃক নিপীড়িত অমর কুলের ভয় বিদুরিত হবার সূত্রপাত হলো।

সকলের উলুধ্বনি।

প্রতি। দেখ সখি! হর গৌরির আজ কি পরম রমণীয় শোভা হয়েচে, দেখে নয়ন মন চরিতার্থ হলো।

সখী গণের সমস্বরে গান ও নৃত্য।

ভৈরবী খেমটা।

রজত ভুধর কিবা শোভিল।
স্বর্ণ লতিকা ওই সাথে বেড়িল।
পুর বাসী সবে, পরিণয়োৎসবে।
সুখের সাগরে সোহাগে ভাসিল।
উমা শিববামে, দাঁড়াল সুঠামে।
মোহন শোভায়, মানব মোহিল॥

মদন ও রতিদেবীর প্রবেশ ও দেব দম্পাতির প্রতি উভয়ের অভিবাদন।

রতি। ভগবান্! ত্রিলোকে যে, আপনাকে আশুতোষ বলে একথা যথার্থ। প্রভো! আপনি অনাদি অনন্ত, আপনার অপার মহিমা। আপনার প্রসাদে আজ আমি পুনর্ব্বার স্বনাথ হলেম! বিভো! রতিপতি যে পুনর্ব্বার জীবিত হবেন এ

কার মনে ছিল, কেবল আপনার প্রসাদেই আমি হারা পতি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হলেম। আজ দেবদম্পতির শুভ সম্মিলন দেখে ত্রিজগত চরিতার্থ হলো। দেবি! গিরিরাজনন্দিনি, আপনি আর দেবাদীদেব কৈলাসনাথকে পরিত্যাগ করবেন না, ইটী আমাদের কেবল আমাদের কেন,-ত্রিজগতের সকলেরই প্রার্থনা।

প্রতি। সখি, আজ আমাদের সুখের একশেষ, দেব দম্পতির শুভ সম্মিলনজনক আনন্দ ধরায় আর ধরে না, সখি! আমার নিতান্ত ইচ্ছা যেন এই সুখময় নিশী আজ আর প্রভাত না হয়। হে রজনিপতি! আজ আর তুমি অস্তাচলে গমন করো না! দেবি! রজনি, তোমাকেও অনুরোধ করি প্রাণপতিকে লয়ে আজ গৃহে গমন করো না। অনিমেশ নয়নে হরগৌরির মোহন রূপ দেখে দেহ পবিত্র কর।

বিভাশ—আড়াঠেকা।

আজকি আনন্দোদয় গিরীন্দ্র ভবনে।
পূরিল সকল সাধ হরগৌরি সম্মিলনে।
শুনহে রজনিপতি, তোমারে করি মিনতি,
অস্ত গিরি পরে গতি, করোনাহে আজ—
তুমি গেলে অস্তাচলে, দগ্ধ করি দুখানলে,
কৈলাসে যাবেন চলে, লয়ে শিব উমাধনে।

যবনিকা পতন।

CALCUTTA,

PRINTED BY I. C. BOSE, AT THE SAHITYA PRESS.

1878.